বিদ্যুতের আলোক রেখা
দিন বদলের
প্রদীপ শিখা

বিশেষ ক্রোড়পত্র মেঘনাঘাট ১০০ মেগাওয়াট কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন ও মেঘনাঘাট ৩৩৫ মেগাওয়াট ডুয়েল ফুয়েল কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষ্যে ১১ জুন ২০১১

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

বাণী

মেঘনাঘাট ৩৩৫ মেগাওয়াট ডুয়েল-ফুয়েল পাওয়ার প্ল্যান্টের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং ১০০ মেগাওয়াট কুইক রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্টের উদ্বোধন হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বিদ্যুৎ একটি অপরিহার্য উপাদান। বিদ্যুতের গুরুত্ব অনুধাবন করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার এই সেক্টরকে সর্বাপেক্ষা অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। সরকার ২০১৬ সালের মধ্যে প্রায় ১৫ হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতার নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কাজ এগিয়ে নিতে সরকার সমর্থ হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আমি জানতে পেরেছি এ পর্যন্ত দেশের ৪৯% জনগোষ্ঠী বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। বাকী জনগোষ্ঠীকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের সমন্বিত উদ্যোগ জরুরী। এর পাশাপাশি বিকল্প হিসেবে নবায়ন যোগ্য বিদ্যুতের ব্যবহার সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

মেঘনাঘাটে নবনির্মিত ও নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্র দুটি হতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ দেশের বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশা করি। আমি এ বিদ্যুৎ কেন্দ্র দুটির অগ্রযাত্রার সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

বিদ্যুৎ খাত ঃ উৎপাদন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রসঙ্গ

এ. এস. এম. আলমগীর কবীর
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

বর্তমান বিদ্যুৎ খাত

বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৯ শতাংশ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বছরে ২৩৬ কিলোওয়াট আওয়ার যা বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। প্রতি বছর বিদ্যুৎ চাহিদা প্রায় ১০% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিগত বছরগুলোতে চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সমন্বয় করে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি না করার কারণে বিদ্যুৎ ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ এ খাতের সার্বিক ও সুষম উন্নয়নে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী ২০১৩ সালে ৭ হাজার মেগাওয়াট এবং ২০১৫ সালে ৮ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং ২০২১ সাল নাগাদ চাহিদা ২০ হাজার মেগাওয়াট বিবেচনায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ২০১৩ সালের মধ্যে প্রক্ষেপিত ৮ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে দেশে নতুন নতুন শিল্প-কলকারখানা স্থাপন এবং পল্লী এলাকার কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, লোড শেডিং এর মাত্রা অদূর ভবিষ্যতে কমিয়ে আনা এবং ২০২১ সালে "সবার জন্য বিদ্যুৎ" সরকারের এ লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন ও সর্বোপরি 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার প্রত্যয়ে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। নিম্নের ছক-১ এ বিদ্যুৎ খাতের বর্তমান পরিসংখ্যান দেখানো হলো ঃ

ছক ১ ঃ এক নজরে বিদ্যুৎখাত

স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা (ডিরেটেড)	৬৭২৭ মেগাওয়াট
বর্তমান চাহিদা	৬০০০ মেগাওয়াট
বর্তমান উৎপাদন	৪৫০০-৪৭৫০ মেগাওয়াট
সর্বোচ্চ উৎপাদন (২৯ মে, ২০১১)	৪৭৭৯ মেগাওয়াট
সঞ্চালন লাইন (২৩০ কেভি এবং ১৩২ কেভি)	৮৫০০ কিলোমিটার
বিতরণ লাইন (সর্বোচ্চ ৩৩ কেভি পর্যন্ত)	২,৭০,০০০ কিলোমিটার
গ্রাহক সংখ্যা	১ কোটি ২০ লক্ষ
বিদ্যুৎ সুবিধা প্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর হার	৪৯ %
মাথাপিছু বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদন	২৩৬ কিলোওয়াট ঘন্টা

বর্তমান বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের উৎপাদন ক্ষমতার এক চতুর্থাংশের বয়স ২০ বছরের উর্ধ্বে। ফলে উৎপাদন ক্ষমতা কমে যাওয়াসহ রক্ষণাবেক্ষণ ও ফোর্সড আউটেজ এর পরিমাণ বেশী। এছাড়া গ্যাস সরবরাহ স্বল্পতার জন্য প্রায় ৩০০-৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কম হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে উৎপাদন ক্ষমতা ৪৫০০ থেকে ৪৭৫০ মেগাওয়াটে ওঠানামা করে। সর্বোচ্চ ৪৭৭৯ মেগাওয়াট উৎপাদন সম্ভব হয়েছিল বিগত ২৯ মে ২০১১ তারিখে। বিগত মে মাসে গড় Peak Power Generation ছিল ৪৫৪০ মেগাওয়াট যা বিগত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৫০০ মেগাওয়াট বেশী (চিত্র-১)।

চিত্র-১ঃ গড় পিক আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন

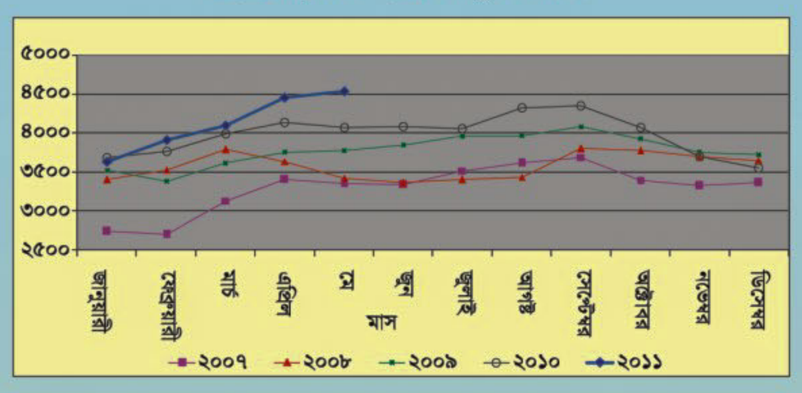

বিকল্প জ্বালানি

দেশের বিদ্যমান গ্যাসের স্বল্পতা এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা বিবেচনায় বিকল্প জ্বালানির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে। বিগত বছরে গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল ৮৯% (চিত্র-২)। এই অর্থ বছরের প্রথম দশ মাসে তা কমে ৮২% (চিত্র-৩) এ দাঁড়িয়েছে। গ্যাসের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা জ্বালানি নিরাপত্তার স্বার্থে কমিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ২০১০ হতে ২০১৫ সাল পর্যন্ত গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাশাপাশি ডুয়েল ফুয়েল, ডিজেল, ফার্নেস ওয়েল ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনে পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য LNG আমদানীর কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এছাড়া ২০১৪ সালের পর কয়লাকে মূল জ্বালানি হিসেবে বিবেচনায় এনে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে।

চিত্র-২: জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন (অর্থ বছর ২০১০)

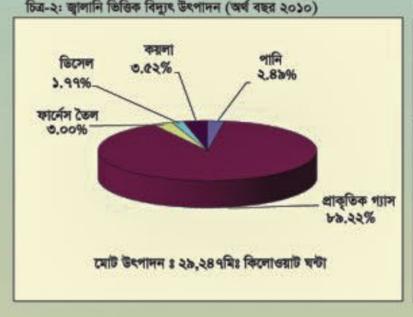

মোট উৎপাদন ঃ ২৯,২৪৭মিঃ কিলোওয়াট ঘন্টা

চিত্র-৩: জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন (জুলাই ২০১০- এপ্রিল ২০১১)

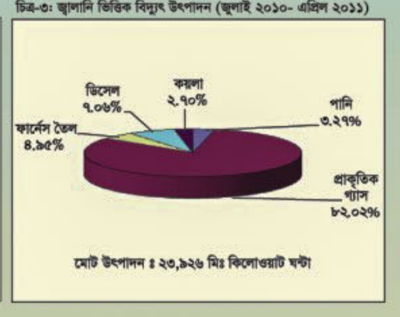

মোট উৎপাদন ঃ ২৩,৯২৬ মিঃ কিলোওয়াট ঘন্টা

২০১৬ পর্যন্ত উৎপাদন পরিকল্পনা

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর জানুয়ারী ২০০৯ থেকে মে ২০১১ পর্যন্ত ১৯২২ মেগাওয়াট ক্ষমতার নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র চালু হয়েছে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের স্থাপিত ক্ষমতা (ডিরেটেড) ৬৭২৭ মেগাওয়াট এ উন্নীত হয়েছে। আগামী ২০১৬ পর্যন্ত প্রায় ১৫,০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন সময় সাপেক্ষ হওয়ায় সরকার জরুরী ভিত্তিতে লোডশেডিং সহনীয় মাত্রায় রাখার জন্য স্বল্প মেয়াদী পদক্ষেপ হিসেবে রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। নিম্নোক্ত ছকে ২০১৬ পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনার সার সংক্ষেপ দেখানো হলো (ছক-২)।

ছক-২ ঃ ২০১৬ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনার সারসংক্ষেপ

সাল	২০১০ (মেঃওঃ)	২০১১ (মেঃওঃ)	২০১২ (মেঃওঃ)	২০১৩ (মেঃওঃ)	২০১৪ (মেঃওঃ)	২০১৫ (মেঃওঃ)	২০১৬ (মেঃওঃ)	মোট (মেঃওঃ)
সরকারি খাত	২৫৫	৮৫১	৮৩৮	১০৪০	১২৭০	৪৫০	১৫০০	৬২০৪
বেসরকারি খাত	২৭০	১০৫	১৩১৯	১১৩৪	১০৫৩	১৯০০	১৩০০	৭০৮১
কুইক রেন্টাল	২৫০	১২৩৮						১৪৮৮
মোট	৭৭৫	২১৯৪	২১৫৭	২১৭৪	২৩২৩	২৩৫০	২৮০০	১৪,৭৭৩

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

নারায়াণগঞ্জ জেলার মেঘনাঘাটে বেসরকারি খাতে মেঘনাঘাট ৩৩৫ মেগাওয়াট ডুয়েল-ফুয়েল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং ১০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

১৯৯৬ - ২০০১ মেয়াদে আমরাই প্রথম বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন উন্মুক্ত করি। আমাদের সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে সে সময় দেশের বিদ্যুৎ খাত সচল হয়।

পরবর্তীতে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার তাদের ৫-বছরে এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যোগ করতে ব্যর্থ হয়। ফলে দেশে ব্যাপক বিদ্যুৎ ঘাটতির সৃষ্টি হয়।

এবার দায়িত্ব গ্রহণের পর আমরা অতি দ্রুত, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় নতুন নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেই।

এ পর্যন্ত ৪৫০৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে ৩৯টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। জনগণ ইতোমধ্যেই এর সুফল পেতে শুরু করেছেন। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে আরও প্রায় ৪০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে।

ইতোমধ্যে ১৯২২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে আরও প্রায় ১০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে।

আমি আশা করি এ বিদ্যুৎ কেন্দ্র দুটি দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী
বীর বিক্রম
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা

বাণী

বর্তমান সরকার বিদ্যুৎ খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং এ খাতের সার্বিক সমস্যা দূরীকরণে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে প্রণীত সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে যার সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে শুরু করেছে।

নারায়ণগঞ্জ জেলার মেঘনাঘাটে ৩৩৫ মেগাওয়াট ডুয়েল-ফুয়েল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও ১০০ মেগাওয়াট কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধনের এই শুভ লগ্নে আমি এ প্রকল্পগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

বিগত সরকারের সৃষ্ট গ্যাস সংকট উত্তরণের পদক্ষেপের পাশাপাশি বর্তমান সরকার তরল জ্বালানি ভিত্তিক বেশ কয়েকটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর বেশীর ভাগই তরল জ্বালানি ভিত্তিক। এতে বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয় কিছুটা বেশী হলেও সরকার জনগণকে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য স্বল্প মেয়াদী ব্যবস্থা হিসেবে এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এছাড়া কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ বিদ্যুৎ উৎপাদনের অন্যান্য কার্যক্রমও বেগবান হয়েছে। আশা করি চলমান সকল বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ যথাসময়ে সমাপ্ত করে আমরা বিদ্যুৎ সংকট থেকে অচিরেই পরিত্রাণ পাব।

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম

মোহাম্মদ এনামুল হক, এম.পি
প্রতিমন্ত্রী
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নতির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিভিন্ন বাস্তবমুখী ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর অংশ হিসেবে নারায়ণগঞ্জ জেলার মেঘনাঘাটে ১০০ মেগাওয়াট কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন এবং বেসরকারি খাতে মেঘনাঘাট ৩৩৫ মেগাওয়াট ডুয়েল-ফুয়েল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হচ্ছে। এ দু'টি উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

বর্তমান সরকার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যেই এর সুফল পাওয়া যাচ্ছে। জাতীয় গ্রিডে ১৯২২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যোগ হয়েছে। স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন আগামী ২০১৬ সালের মধ্যে ১৫০০০ মেগাওয়াট এবং ২০২১ সালের মধ্যে ২৪০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করা হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রচলিত জ্বালানির পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

২০২১ সালের মধ্যে সকলের জন্য বিদ্যুৎ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতকেও উৎসাহিত করা হচ্ছে। বেসরকারি উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে এ ব্যাপারে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে।

সরকার বিদ্যুৎ খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে এ খাতের উন্নয়নে কাজ করছে। জনগণও এর সুফল পেতে শুরু করেছেন। আমরা সকলে বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হলে বিদ্যুৎ পরিস্থিতির আরো দ্রুত উন্নতি সম্ভব হবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হউক

মোহাম্মদ এনামুল হক, এমপি

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও-এ মেঘনাঘাট ৩৩৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার ডুয়েল-ফুয়েল পাওয়ার প্ল্যান্টের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং ১০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার একটি কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন হতে যাচ্ছে যা বিদ্যুৎ খাতের অগ্রযাত্রাকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে। সরকারের ভিশন অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের সম্পূর্ণ জনগোষ্ঠীকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা এবং বিদ্যুৎ খাতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। অনেক প্রতিকূলতা ও বিরাজমান জ্বালানি সংকট সত্ত্বেও বর্তমান সরকার নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে নতুন নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে কাংখিত লক্ষ্য অর্জনের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে অতি দ্রুত, স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে শুধু গ্যাসের উপর নির্ভর না করে আমরা বিকল্প জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করে এর বাস্তবায়নও শুরু করেছি। গ্যাসের স্বল্পতা ও কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ সময় সাপেক্ষ হওয়ায় সরকার বেশ কিছু তরল জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো একটির পর একটি উৎপাদনে আসছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি বিদ্যুৎ খাতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধিরও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ সকল সমন্বিত প্রচেষ্টায় বিদ্যুৎ খাত একটি উজ্জ্বল বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখাচ্ছে।

আশা করি বাস্তবায়নাধীন অন্যান্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজও যথাসময়ে শেষ হবে।

মোঃ আবুল কালাম আজাদ

এ.এস.এম. আলমগীর কবীর
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

বাণী

নারায়ণগঞ্জ জেলার মেঘনাঘাটে ১০০ মেগাওয়াট কুইক রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্টের শুভ উদ্বোধন এবং মেঘনাঘাট ৩৩৫ মেগাওয়াট ডুয়েল-ফুয়েল পাওয়ার প্ল্যান্টের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান আমাদের জন্য একটি আনন্দের বার্তা বয়ে এনেছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার আড়াই বছরেরও কম সময়ের মধ্যে ৪৫০৪ মেঃওঃ ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য ৩৯টি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে এবং এর মধ্যে ১২০১ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে। বর্তমান সরকারের সময়ে এপর্যন্ত মোট ১৯২২ মেঃওঃ বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে। আমাদের জন্য একই সাথে আরো আনন্দের বিষয় হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর শত ব্যস্ততার মধ্যেও উপস্থিত থেকে বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন/ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে আমাদের উৎসাহিত করছেন।

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর পুঞ্জীভূত বিদ্যুৎ সংকট নিরসনে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দ্রুততার সঙ্গে বৃদ্ধির জন্য সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিরাজমান গ্যাস সংকটের কারণে উৎপাদন ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিদিন ৩০০-৫০০ মেগাওয়াট কম বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। গ্যাস সংকটের বিষয়টি বিবেচনায় এনে ফুয়েল ডাইভারসিফিকেশনের মাধ্যমে বিকল্প জ্বালানি যেমন তরল জ্বালানি, কয়লা, সৌর, বায়ু ইত্যাদি দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উদ্যোগ নেয়া হয়েছে একটি এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণের। বিদ্যুতের দ্রুত বর্ধনশীল চাহিদার কারণে ২০১১ থেকে ২০১৬ সনের মধ্যে অতিরিক্ত প্রায় ১৪০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে।

আঞ্চলিক সহযোগিতার ভিত্তিতে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বিদ্যুৎ বিনিময়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে ভারতের সঙ্গে আন্তসংযোগের লক্ষ্যে সঞ্চালন লাইন এবং এইচ ভি ডি সি উপকেন্দ্র নির্মাণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ আন্তঃসংযোগ লাইনের মাধ্যমে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বিনিময় করা সম্ভব হবে। নতুন নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পাশাপাশি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে লোড ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেও বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করা হয়েছে।

মেঘনাঘাট ৩৩৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও মেঘনাঘাট ১০০ মেগাওয়াট কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল স্পন্সর, বিনিয়োগকারী, উন্নয়ন সহযোগী ও বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডসহ বিদ্যুৎ খাতের সকল কর্মকর্তা কর্মচারিকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এ.এস.এম. আলমগীর কবীর